৮ম পাঠ

জীবনীমূলক অধ্যয়ন

বাইবেলের লোকগুলি ছিল সত্যিকার মানুষ। তবুও প্রতিদিন আমরা যে মানুষদের দেখতে পাই, বাইবেলের মানুষগুলি যেন তাদের মত অতটা সত্য নয়। আপনি তাদের কখনও দেখেননি। কেবল একটা বইয়ের পৃষ্ঠায়ই তাদের কথা জানতে পারেন। আপনার জীবন যাপন হয়তো তাদের জীবন থেকে একেবারে ভিন্ন। অনেক অনেক কাল আগে যারা এই পৃথিবীতে বাস করত, তাদের বিষয় জানার জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটি খুঁড়ে হাড়-গোড়, তখনকার লোকদের ব্যবহৃত খুঁটিনাটি জিনিষ, বাসন, হাতিয়ার ইত্যাদি নিয়ে আসেন। শত শত বছর অথবা হাজার হাজার বছর আগে মানুষের জীবন কি রকম ছিল, এগুলি থেকে আমরা তার কিছুটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু এগুলি সবই অস্পষ্ট অতীতের বিষয়, এজন্য এগুলোকে সত্য বলে ধরে নেওয়া কঠিন।

বাইবেলের লোকদের আপনি কিভাবে আরো ভাল করে জানতে পারেন? আপনি তাদের জীবনের ভুলত্রুটি থেকে কিভাবে শিক্ষা নিতে পারেন? আপনি কিভাবে তাদের ধর্মিয় জীবন অনুসরণ করে তাদের মত ঈশ্বরের আশীর্বাদের ভাগী হতে পারেন? তারা সত্যিকার মানুষ হলেও তারা যে আপনারই মত অসম্পূর্ণ, এই বিষয়টি আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন? তাদের সম্বন্ধে ভাল করে পড়াশুনা করেই আপনি এগুলি পারেন। তাই এই পাঠে আপনি বাইবেলের লোকদের বিষয় পড়াশুনা করবেন।

পাঠের খসড়া ঃ

বাইবেলের জীবনী মূলক ভূমিকা।
বিভিন্ন প্রকার জীবনী।
সাধারণ বর্ণণা।
বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা
চারিত্রিক ব্যাখ্যা।
যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।
জীবনী মূলক পাঠের সার সংক্ষেপ।
জীবনী মূলক পাঠের উপায়।
খবর-সংগহ করা।
খবরগুলির অর্থ জানা।
খবরগুলি সাজানো।
আমোষের জীবনী অধ্যয়ন।

পাঠের লক্ষ্যগুলি ঃ

এই পাঠ শেষ করলে পর

* বাইবেলে প্রধানতঃ যে কয় ধরণের জীবনী মূলক পাঠ আছে, বাইবেলের লেখকরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলি লিখেছেন, তা আপনি বলতে পারবেন। কিভাবে জীবনী মূলক পাঠগুলি অধ্যয়ন করতে হয়, তাও বলতে পারবেন।
* আমোষ এবং বাইবেলের অন্যান্য লোকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অনন্ত জীবন সম্পর্কে আপনার প্রত্যাশা আরো বেড়ে যাবে।

শেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ঃ

১। পাঠের ভূমিকা, পাঠের খসড়া এবং পাঠের লক্ষ্যগুলি পড়ুন।

২। মূল শব্দাবলীতে যে নতুন শব্দগুলি আছে, সেগুলির মানে শিখে নিন।

৩। পাঠের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন এবং সেই সাথে এর মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

৪। পাঠের শেষের পরীক্ষাটি দিন, তারপর বইয়ে দেওয়া উত্তরের সাথে আপনার নিজের উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন।

মূল শব্দাবলী ঃ

	গৌণ
সমকালীন	প্রভাবিত

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

বাইবেলের জীবনীমূলক পাঠের ভূমিকা ঃ

লক্ষ্য-১ ঃ নূতন নিয়মের বিবরণ অনুসারে পুরাতন নিয়মের লোকদের বর্তমান জীবন বর্ণণা করুন।

যীশু একদল লোকের কাছে কি বলেছিলেন শুনুন। তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনাদের বলছি যে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে এবং অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সংগে স্বর্গরাজ্যে খেতে বসবে" (মথি ৮ ঃ ১৯ পদ)। আর একবার অবিশ্বাসী সদ্দূকীদের যীশু বলেছিলেন যে, ঈশ্বর বলেছেন "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর" (মথি ২২ ঃ ৩২ পদ)। তিনি জীবিতদের ঈশ্বর, মৃতদের ঈশ্বর নন।

এই পাঠটি জীবনীমূলক পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন করা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। অনেক আগে বাইবেলের লোকেরা যেরূপ জীবন যাপন করেছেন, এই পাঠে তাদের সেই জীবন সম্পর্কে আপনি অধ্যয়ন করবেন। বাইবেলের লোকদের সত্যিকার মানুষ রূপে চিন্তা করা

সহজ হবে, যদি আপনি বাইবেলের কয়েকটি সত্য মনে রাখেন। আপনি বাইবেলের পাতায় যে ঈশ্বরভক্ত লোকদের দেখা পাবেন, তারা আজও জীবিত। এটাই যীশু খ্রীষ্টের বাণীর মূল কথা। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জীবিত, আর যারাই তাঁর কাছে আসে, তিনি তাদের সকলকে অনন্ত জীবন দেন (যোহন ৫ঃ ২৪-২৬ পদ দেখুন)। পুরাতন নিয়মের সমস্ত ঈশ্বরভক্ত লোক, ও এদের মত অন্যান্য যত লোক যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের সবাইকে তিনি অনন্ত জীবন দেন (রোমীয় ৪ অধ্যায় পড়ুন)। অনেক আগে বাইবেলের লোকেরা যে ভাবে জীবন যাপন করেছেন (আপনার, আমার মতই অসম্পূর্ণ বা ভুল-ত্রুটিপূর্ণ জীবন), তাদের সেই জীবন অধ্যয়ন করবার সময় আমাদের বুঝতে হবে যে, বাইবেলের ছাপানো অক্ষরে যে জীবনী লেখা আছে, তাই তাদের জীবনের সমস্ত বিষয় নয়। পৃথিবীর সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করলে, তারা আরো শত শত বছর ধরে জীবিত আছেন। তারা প্রভুর সংগে থেকে তাঁর কাছ থেকে শিখে, বেড়ে উঠে, পুরোপুরি খাঁটি (বা প্রভুর মত) হওয়ার দিকে অনেক এগিয়েছেন।

আমরা কিভাবে এসব জানি? উপরে যীশুর যে কথাগুলি লিখিত আছে, সেগুলি থেকে আমরা এর কিছু ইংগিত পাই। পুরো নূতন নিয়মে আরো অনেক ইংগিত আছে। একবার অবিশ্বাসী ফরীশীদের কাছে কথা বলবার সময় যীশু নিজের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে, তিনি জগতের আলো; তিনি উপর থেকে এসেছেন। তিনি তাদের এমন অনেক কিছু বলেছিলেন, যা তারা শুনতে চায়নি। যোহন ৮ অধ্যায়ে আপনি এসব পাবেন। পরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমরা ঐ অধ্যায়ের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করব।

ফরীশীরা গর্ব করে যীশুকে বলেছিল যে, তারা অব্রাহামের বংশের লোক। যীশু তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বংশগত ভাবে অব্রাহামের বংশের লোক হলেও তাঁরা কিন্তু আসলে অব্রাহামের সন্তান নয় (৩৩-৩৯ পদ)। সবশেষে তিনি তাদের বলেছেন, "আমি আপনাদের সত্যই বলছি, যদি কেউ আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে, তবে সে কখনও মরবে না" (৫১ পদ)।

এতে তারা বলল যে, তাঁকে (যীশুকে) ভূতে পেয়েছে। তারা জোর দিয়ে বলতে লাগল যে, তাদের পিতা অব্রাহাম মারা গেছেন (৫৩ পদ)। একথা সবাই জানত। কিন্তু যীশু বললেন যে, শারিরীক মৃত্যুর সাথে সাথেই অব্রাহামের জীবন শেষ হয়ে যায়নি। তিনি তাদের বললেন, "আপনাদের পিতা অব্রাহাম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন। তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন" (৫৬ পদ)।

ফরীশীরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি,—আর তুমি কি অব্রাহামকে দেখেছ? "যীশু উত্তর করলেন." আমি আপনাদের সত্যই বলছি, অব্রাহাম জন্ম গ্রহন করবার আগে থেকেই আমি আছি" (৫৮ পদ) তখন যারা একথা বিশ্বাস করেনি তারা ভীষন রেগে গিয়ে যীশুকে পাথর মারতে চেয়েছিল (৫৯ পদ)।

আর একবার যীশু, অব্রাহাম পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর স্বর্গে, তার কাজের একটুখানি বলেছিলেন। লূক ১৬ ঃ ১৯-৩১ পদে যীশুর বলা একটি ঘটনার কথা আছে। এটি কেবল মাত্র একটি দৃষ্টান্ত নয়, কারণ এখানে যীশু লোকদের নামগুলি সরাসরি বলেছেন। এই ঘটনায় যীশু অব্রাহাম এবং একজন অবিশ্বাসী ধনী লোকের মধ্যকার কথাবার্তার বিষয় বলেছেন। এই ধনী লোকটি দেখতে পেয়েছিল যে অব্রাহাম ভিখারী লাসারকে নিজের পাশে বসিয়ে আদর করছেন। তাই, বাইবেলে অব্রাহামের কথা পড়বার সময় আপনি মনে রাখবেন যে, এখানে তার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তাই তার জীবনের সব নয়, এর আরো আছে।

মোশি এবং এলিয় এখনও জীবিত। পৃথিবী থেকে চলে যাবার শত শত বছর পরেও একটা পর্বতের উপরে যীশুর সাথে তাদের কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। যীশুর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেছিলেন। "আর দু'জন লোককে তাঁর সংগে কথা বলতে দেখা গেল। সেই দু'জন ছিলেন মোশি এবং এলিয়। তারা মহিমার সংগে দেখা দিলেন। যিরুশালেমে যীশুর যে মৃত্যু হতে যাচ্ছিলো তারা

সেই বিষয়েই কথাবার্তা বলছিলেন" (লূক ৯ঃ২৮-৩১ পদ)। বাইবেলে মোশি এবং এলিয়ের কথা পড়বার সময় মনে রাখবেন যে, সেখানে তাদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাই তাদের জীবনের সব নয়, এর আরো আছে।

ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের অনেক ছোট ছোট জীবন বৃত্তান্ত আছে। এদের সবাই বিশ্বাসে জীবন কাটিয়ে মারা গিয়েছিলেন। "এই সব লোকেরা বিশ্বাসের মধ্যে জীবন কাটিয়ে মারা গেছেন" (১৩ পদ), এই কথাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই লোকেরা এখনও জীবিত।

যাদের জীবন পৃথিবীতে শুরু হয় ও স্বর্গে গিয়েও চলতে থাকে, কোন বইতেই তাদের পুরা জীবনকাহিনী দেখা যায় না। কিন্তু ইব্রীয় ১২ঃ২২-২৪ পদে আমরা স্বর্গীয় জীবনের একটি সারমর্ম দেখি; তোমরা.....সিয়োন পাহাড় ও জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে এসেছ। সেই শহর হল স্বর্গীয় যিরূশালেম। তোমরা হাজার হাজার স্বর্গদূতদের আনন্দ উৎসবের কাছে এসেছ, প্রথম সন্তানের অধিকার পাওয়া লোক হিসাবে যাদের নাম স্বর্গে লেখা.....আছে তাদের কাছে এসেছ, যিনি সব লোকদের বিচারক সেই ঈশ্বরের কাছে এসেছ, যে লোকেরা পূর্ণতা লাভ করেছে সেই সব নির্দোষ লোকদের আত্মার কাছে এসেছ, যিনি একটি নূতন ব্যবস্থার মধ্যস্থ সেই যীশুর কাছে এসেছ..... ছিটানো রক্তের কাছে এসেছ।"

একজন বিশ্বাসী হিসাবে আপনিও সেই মহান রাজ্যের নাগরিক। এই বিষয়গুলি মনে রেখে বাইবেলের লোকদের সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে শিখুন। তাদের বিশ্বাস দেখে, নিজে বিশ্বাস করতে শিখুন। ঈশ্বর আপনাকে দিয়ে কি করাতে চান তাদের পৃথিবীর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তা শিখুন। তাদের মত অনন্ত জীবন পাবার জন্য তাদের আদর্শ অনুসরণ করে চলুন।

১। নীচের কোন্ উক্তিটি সত্য?

ক) যীশু বলেছেন যে, পৃথিবীর জীবনের পরে স্বর্গে যে জীবন, তা কেবল মাত্র ভবিষ্যতের ব্যাপার।

খ) অব্রাহামের সম্বন্ধে যীশু বলেছেন যে, এখনও তিনি জীবিত আছেন।

গ) পৃথিবীর জীবনের শেষে স্বর্গের জীবন সম্পর্কে যীশু কিছুই বলেন নি।

২। নীচের কোন উক্তিটি সত্য ?

ক) পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর মোশি এবং এলিয় আর সচেতন ব্যক্তি ছিলেন না।

খ) বাইবেলের মানুষগুলি কেবল গল্প বইয়ের নায়ক নায়িকা।

গ) ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে অন্য সব কিছুর চেয়ে বিশ্বাসের উপরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার জীবনী ঃ

লক্ষ্য-২ ঃ বাইবেলের প্রধান চার প্রকার জীবনীর নাম বলতে পারা এবং লেখক কি জন্য এই চার প্রকার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন তা বলতে পারা।

সাধারণ বর্ণণা ঃ

লেখকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বাইবেলের বিভিন্ন জীবনী গুলি সম্পর্কে লিখেছেন। ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬ পদে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, শাস্ত্রবাক্য মাত্রই উপকারী। ঈশ্বর যে সব শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে মনে করেছেন, লেখকদের তিনি সেই সব বিষয়ই লিখবার জন্য দিয়েছেন। বাইবেলের লেখকরা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে জীবনী বিষয়ক শিক্ষা কেন দিয়েছেন, তার চারটি প্রধান কারণ আছে।

প্রথম কারণটি হোল, যেন এই জীবনীগুলো ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা পায়, সেই জন্য এগুলো লিখে রাখা। এইটিকে বলা হয় সাধারণ বর্ণণা। এতে ঘটনাগুলিকে গল্পের মত বলা হয়। বাইবেলে এই প্রকার জীবনী অনেক আছে। বাইবেলের অনেক লোকদের সম্বন্ধেই এইভাবে পড়ে জানা যায়। কোন একজন লোক যে চারটি উদ্ধেশ্য নিয়ে সাধারণত বাইবেলের জীবনীগুলি পড়তে চান, বাইবেলের লেখকরা এখানে ঠিক সেই চারটি উদ্দেশ্য নিয়েই জীবনীগুলি দিয়েছেন।

বর্ণণা গুলির ব্যাখ্যা ঃ

দ্বিতীয় যে কারণে লেখক জীবনীগুলি লিখেছেন, তা হোল ঐ কাহিনীটিকে ব্যবহার করে একটি শিক্ষা দেওয়া। কেবল মাত্র লিখে রাখা নয়, এগুলি লেখা হয়েছে, শিক্ষা দেবার জন্য। কোন লোকের জীবনে ঈশ্বর যে কাজ করেন তা তার জাতির উপর কি ছাপ ফেলে, এই বিষয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে, সেই লোকের সমগ্র জীবন অধ্যয়ন করা হয়। যখন একটা শিক্ষা দেবার জন্য জীবনী হয়, তখন লোকদের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা ও যত্নই এর মূল বিষয় হয়ে দাড়ায়, এবং সেই বিশেষ লোকের জীবন কাহিনীটি গৌণ হয়ে যায়। এই রকম জীবনী খুবই কম কারণ ইতিহাসে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে, এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। তবে দানিয়েল, পৌল, অব্রাহাম, ইস্হাক, এবং যোষেফের মত লোকদের এই দলে নেওয়া চলে।

চারিত্রিক ব্যাখ্যা ঃ

তৃতীয় যে কারণে জীবনীগুলি লেখা হয়েছে তা হোল, চরিত্র শিক্ষা দেবার জন্য। বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যার সাথে এর খুবই মিল আছে। এ ক্ষেত্রে লেখক সেই ব্যক্তির আত্মিক জীবনের উন্নতি এবং চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয় গুলিই প্রধানতঃ দিয়ে থাকেন।

ইস্রায়েল এবং যিহুদার রাজাদের সম্বন্ধে এই রকম পড়াশুনা করা যায়। বাইবেল তাদের জীবন খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ণণা করা

হয়েছে, আর সেই সাথে তাদের সম্পর্কে ঈশ্বরের অভিমতও ব্যক্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর কোন কোন লোকের প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদের নিন্দা করেছেন। বাইবেলের অনেক লোকদের সম্বন্ধেই এই রকম পড়াশুনা করা চলে। যেমন যীশুর শিষ্যদের, ভাববাদীদের, এবং বাইবেলের অন্যান্য ভক্ত লোকদের। যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।

চতুর্থ কারণ (এইটি সবচেয়ে কম দেখা যায়), বাইবেলে জীবনী গুলি দেওয়া হয়েছে, কোন একটা বিষয় প্রমান করবার জন্য। কোন কিছুকে সত্য বলে প্রমান করবার জন্য আর একজন লোকের জীবনের ঘটনাগুলিকে ব্যবহার করা হয়। সুখবরগুলিতে কোথাও কোথাও (যীশুর জীবন সম্পর্কে) ও পৌলের লেখাগুলিতেও মাঝে মধ্যে এই ধরণের বিষয় দেখতে পাবেন।

৩। পবিত্র শাস্ত্রে বিভিন্ন লোকের জীবনের ঘটনাবলী আছে, এর কারণ-

ক) এগুলি হঠাৎ লেখা হয়ে গেছে।

খ) লেখকরা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি লিখেছেন।

গ) এগুলি পাঠকরা পছন্দ করে।

৪। লেখক কি কারণে (বামে) কোন্ প্রকার জীবনীমূলক শিক্ষা (ডানে) ব্যবহার করেন তা দেখান।

...ক) কেবলমাত্র ঘটনাগুলি লিখে রাখবার জন্য।	(১) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।
	(২) সাধারণ বর্ণণা।
...খ) শিক্ষা দেবার জন্য।	(৩) যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।
...ঘ) কোন বিষয় প্রমান করবার জন্য।	(৪) বর্ণণা গুলির ব্যাখ্যা।

জীবনী মূলক পাঠের সার সংক্ষেপ ঃ

আপনি যে কোন প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়নই করেন না কেন, অধ্যয়নের প্রধান ধাপগুলি সবার বেলায় একই। আপনি কতটুকু শিখলেন, সাধারণত এখানেই পার্থক্য। লেখকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তাই লিখেছেন। লেখকের এই উদ্দেশ্য আপনার অধ্যয়নের উপর বিশেষ ছাপ ফেলবে।

চার প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়নের যে কোনটির জন্যই আপনাকে-পড়তে হবে, পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এবং শিক্ষাগুলি খাতায় লিখতে হবে। তারপর আপনার লেখা বিষয়গুলি দিয়ে একটি খসড়া তৈরী করবেন; তাতে ঐ বিষয়গুলির অর্থ বুঝতে সাহায্য হবে। আপনি কি পেলেন, আর খসড়ার মধ্যে সেটি কোন স্থান পাবার যোগ্য, তার ভিত্তিতেই আপনার খসড়ার প্রধান বিষয়গুলি পাওয়া যাবে।

আপনি যদি একটা সাধারণ বর্ণণা অধ্যয়ন করেন (যার মধ্যে কেবল মাত্র লিখে রাখবার জন্যই ঘটনাগুলি দেওয়া হয়) তবে, আপনার খসড়ার প্রধান বিষয়গুলি এইরূপ হতে পারে—

১। জন্ম এবং বাল্যকাল।
২। দীক্ষা গ্রহন ও সেবা।
৩। অন্যদের সাথে সম্পর্ক।
৪। চরিত্রের মূল্যায়ন।
৫। শেষ জীবন ও মৃত্যু।
৬। লেখকের উদ্দেশ্য।

এই প্রধান বিষয়গুলির সাথে উপ-প্রধান বিষয় এবং বিশদ বর্ণণাগুলি জুড়ে দেওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটি প্রধান বিষয়ের জন্য হয়ত উপযুক্ত বা বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যাবে না। যা পাবেন তাই আপনি ব্যবহার করবেন।

অন্যান্য প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়নের খসড়াও একই রকম তবে, যে বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে, সেগুলি ভিন্ন। মুক্তি-মূলক জীবনীতে আপনি বুঝতে চেষ্টা করবেন, লেখক কোন্ বিষয়টি

প্রমান করতে চেয়েছেন। তিনি কার কাছে কোন্ বিষয় প্রমান করতে চেষ্টা করেছেন? চারিত্রিক ব্যাখ্যায় কোন লোকের আত্মিক জীবন ও অন্য লোকদের উপর তার প্রভাব ই বড় বিষয়। অন্যান্য বিষয়-গুলি গৌণ।

কোন কোন সময় একই লোকের বিষয় একটিরও বেশী বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়। এই রূপ ক্ষেত্রে সব খবর জানার জন্য আপনাকে একটি কন্‌কর্ডেন্সের সাহায্য নিতে হবে (কন্‌কর্ডেন্স বলতে যে পুস্তকে বাইবেলের শব্দগুলি কোথায় কোথায় আছে, তার রেফারেন্স দেওয়া থাকে)। কন্‌কর্ডেন্স না থাকলে আপনাকে 'সমগ্র বই প্রথায়' অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। এর মানে সম্পূর্ণ একটা বইয়ের সব খবর জোগাড় করে নিয়ে সেগুলির ভিত্তিতে অধ্যয়ন করতে হবে।

৫। নীচের যে উক্তিগুলি সত্য, সেগুলির বা পাশে "স" ও যে উক্তিগুলি মিথ্যা, সেগুলির বা পাশে "মি" লিখুন।

...ক) বাইবেলের লেখকরা যে বাইবেলে জীবনীমূলক খবরাখবর দিয়েছেন, তার চারটি প্রধান কারণ আছে।

...খ) বাইবেলের কোন একজন লোকের জীবন সম্বন্ধে পড়াশুনা করবার চারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে।

...গ) বাইবেলের কোন একজন লোকের সম্বন্ধে যে কোন প্রকার জীবনীমূলক অধ্যয়ন করা হোক না কেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধ্যয়নের মৌলিক ধাপগুলি প্রায় একই।

...ঘ) কন্‌কর্ডেন্স ছাড়া জীবনীমূলক অধ্যয়ন করা যায় না।

...ঙ) বাইবেলের কোন একজন লোকের সম্বন্ধে যে কোন প্রকার অধ্যয়নের ভিত্তি হোল, ভাল করে বাইবেলের বিবরণ পড়া, পর্যবেক্ষণ করা, এবং আপনি যে বিষয়গুলি পান, সেগুলি লিখে রাখা।

জীবনীমূলক পাঠের উপায়ঃ

লক্ষ্য-৩ঃ জীবনীমূলক অধ্যয়নের তিনটি ধাপের বর্ণণা দেওয়া এবং কোন ধাপ কোনটির পরে তা দেখানো।

খবর সংগ্রহ করা ঃ

জীবনী অধ্যয়নের প্রথম কাজ হোল বিষয়টি মন দিয়ে পড়া। খবর সংগ্রহের জন্যই আপনি পড়েন। আপনার পর্যবেক্ষণের দক্ষতাও এই ধাপে কাজে লাগবে। যে খবরগুলি পাবেন, তা অবশ্যই লিখে রাখবেন।

কোন একজন লেখকের মতে, সমস্ত খবরগুলি ছোট ছোট টুকরা কাগজে লিখে রাখা ভাল। তাতে পূর্ণাংগ খসড়া তৈরীর সময়, যখন সাজানোর দরকার হবে, তখন কাগজের টুকরা গুলিকে সহজেই ঠিক মত সাজিয়ে নেওয়া যাবে। টুকরা টুকরা কাগজে লেখা খসড়াটিকে পরে আরো ভাল করে লেখা যায়। আপনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন বা নোট খাতায় লিখেন, আপনাকে কয়েকটি বিষয় খোঁজ করতে হবে। পরবর্তি দুটি অনুচ্ছেদে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

সমস্ত নামগুলি লক্ষ্য করুন। আপনি যে লোকের বিষয় পড়াশুনা করছেন, কেবল সেই লোকের নাম নয় কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ আছে, এমন প্রতিটি মানুষের ও স্থানের নাম লক্ষ্য করুন। সেই লোকের অথবা গল্পের সাথে জড়িত সবাইর, সমস্ত কাজগুলি, লিখে রাখুন। সেই লোকের বন্ধুত্ব কি প্রকার ছিল। সে ও তার সময়কার লোকেরা কোন্ সময় এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, তাও আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে।

আপনি যে লোকের বিষয় পড়াশুনা করছেন, তার বাবা-মা ও আত্মীয় স্বজনদের বিষয় কোন খবর পেলে তাও লিখে রাখবেন। সে যখন জন্ম গ্রহণ করেছে তখনকার অবস্থা কিরূপ ছিল, তার প্রথম জীবনের শিক্ষা দীক্ষা, তার পারিবারিক জীবন, তার নামের (অথবা নামগুলির) তাৎপর্য, ইত্যাদি লিখে রাখুন। সেই লোকের শেষের জীবনও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার বিভিন্ন স্থানে যাওয়া আসার বর্ণণা, তার দেওয়া শিক্ষা, তার সাফল্য, ব্যর্থতা, তার সময়ের অথবা তার পরবর্তি সময়ের লোকদের উপর তার প্রভাব, ইত্যাদি বিষয়ও দেখতে ভুলবেন না। সেই লোকের বিশেষ গুণগুলি, তার চরিত্র,

তার জীবনের বিশেষ সময়, এবং তার কাজের দক্ষতা, ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু জানা সম্ভব, খুঁজে বের করুন। এছাড়া, তার ছেলে-মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে খবর পেলে, তাও লিখে রাখুন।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, একজন লোকের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানবার আছে। প্রত্যেকটি লোকের সব খবর আপনি পাবেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে এত বেশী খবর দেওয়া হয়েছে যে, সেই লোকের জীবন বেশ কয়েক ভাবে অধ্যয়ন করা যায়। আবার অনেক সময় একজন লোকের নামই কেবল দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাদের জীবন সম্পর্কে প্রায় কোন খবরই পাওয়া যায় না। কোন কোন লোকের জীবনের কতগুলি প্রামান্য ঘটনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্য আর কোন খবর নেই।

৬। বাইবেলের কোন একজন লোকের জীবন অধ্যয়ন করতে হলে আপনাকে বইটি পড়তে হবে এবং —

...ক) তার জীবনের সাথে জড়িত সমস্ত বিষয় লিখ্‌তে হবে।

...খ) তার সাথে কোন সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক সমস্ত নাম ও কাজ-গুলি লিখ্‌তে হবে।

...গ) বাইবেল ছাড়া অন্যান্য বইয়ে তার বিষয়ে যা কিছু আছে তা লিখ্‌তে হবে।

৭। কোন জীবনী অধ্যয়নের প্রথম ধাপের প্রথম কাজটি কি ?

.....

খবরগুলির অর্থ জানা ঃ

জীবনী অধ্যয়নের প্রথম ধাপে আপনি যে খবরগুলি সংগ্রহ করে-ছেন, দ্বিতীয় ধাপে সেগুলির অর্থ বের করতে হবে আপনি কি ধরণের খবরাখবর পেয়েছেন, তা থেকেই জানা যাবে, আপনি কি প্রকার অধ্যয়ন করতে পারেন।

আপনি এমন কতগুলি খবর পেতে পারেন, যেগুলি কেবল লিখে রাখবার জন্যই বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রে একটা সহজ গল্পের মত অধ্যয়ন করবেন, যার মধ্যে ঘটনাগুলি একটার

পর একটা বলে যাওয়া হয়। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে, এই রকম অধ্যয়নকে বলা হয় সাধারণ বর্ণণা।

সেই লোকের জীবন যদি ইতিহাসের বড় বড় ঘটনার সাথে জড়িত হয় তবে, বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যয়ন করবেন। এইরূপ অধ্যয়নে কোন লোকের জীবনের বা কাহিনীর অংশ দিয়ে কোন একটা শিক্ষা দেওয়া হয়।

আপনি হয়তো দেখবেন যে, সেই লোকের চরিত্র (তা ভাল হোক বা মন্দই হোক) সম্বন্ধে অনেক খবর দেওয়া আছে। তাহলে, যে উদ্দেশ্যে তিনি তা দিয়েছেন, তা আপনার অধ্যয়নের উপর ছাপ ফেলবে। যদি চরিত্র সম্বন্ধে কোন কিছু শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে তবে, তা আপনাকে চরিত্র সম্বন্ধে শিখ্‌তে এবং হয়তো শিক্ষা দিতে) সাহায্য করবে। এই রকম অধ্যয়নকে বলা হয় চারিত্রীক ব্যাখ্যা।

অল্প কয়েক জায়গায় আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে, কোন একটা বিষয় প্রমান করবার জন্য লেখক তার কথাগুলো বলছেন। আপনার মনে থাকতে পারে এই ধরণের অধ্যয়নকে আমরা বলেছি যুক্তি মূলক অধ্যয়ন।

খবরগুলি সাজিয়ে লেখা ঃ

এইটি হোল জীবনী অধ্যয়নের তৃতীয় ধাপ। সাধারণ বর্ণণার বেলায় আপনি খবরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করবেন। এই পাঠেই কিছু আগে একটা খসড়ার প্রধান বিষয়গুলির নমুনা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রধান বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই উপ-প্রধান বিষয় ও বিশদ বিবরণগুলি সাজানো হবে।

৮। বিভিন্ন প্রকার জীবনী অংশটি আবার দেখুন।

"প্রধান বিষয়গুলির" যে নমুনা খসড়া দেওয়া হয়েছে, সেটি বের করুন এবং আপনার খাতায় লিখে নিন (পরে অধ্যয়ন করবার সময়ে যদি খসড়াটিকে বাড়াতে অথবা সংশোধন করতে চান তবে, খুশী মনে তা করুন। মনে রাখবেন যে এটি একটি পরামর্শ সূচক খসড়া মাত্র)।

বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যার জন্য, একজন লোকের জীবনের প্রধান প্রধান সময়ের ভিত্তিতে, তার জীবনকে কয়েক ভাগ করে, সেই অনুযায়ী, খবরগুলি সাজান। প্রত্যেক ভাগের জন্য একটি করে প্রধান শিরোনাম থাকবে। একটা বিশেষ সময়ের মধ্যে, সেই লোকের জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সবই সেই সময়ের জন্য দেওয়া শিরোনামার মধ্যে থাকবে। যেমন, যোষেফের জীবনকে (আদি ৩৭-৫০ অধ্যায়) তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, পরিবার-পরিজনের সাথে তার জীবন ; মিশর দেশে চাকর হিসাবে তার জীবন ; এবং মিশরের একজন প্রধান শাসক হিসাবে তার জীবন। জীবনের প্রত্যেক ধাপ যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে, সেটাই তাকে পরের ধাপে (ভাগে) নিয়ে যাবে। যোষেফের বেলায় একজন চাকর হিসাবে মরুভুমির ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রীত হয়ে যাওয়ার ঘটনাটির মধ্যে দিয়ে পরিবারের সাথে তার প্রথম জীবনের শেষ হবে এবং মিশরের রাজাকে স্বপ্নের মানে বলে দেবার ঘটনাটির মধ্য দিয়ে তার চাকর জীবনের শেষ হবে।

৯। বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা এমন এক ধরণের জীবনীমূলক অধ্যয়ন, যাতে জীবনের খবরাখবরগুলি—

ক) সেই লোকের জীবন কালের প্রধান প্রধান সময় অনুযায়ী সাজানো হয়।

খ) সেই লোকের বন্ধু ও আত্মীয়তা অনুযায়ী সাজানো হয়।

গ) সেই লোকের জন্ম ও প্রথম জীবনের শিক্ষা অনুযায়ী সাজানো হয়।

চারিত্রিক ব্যাখ্যাগুলি লেখা হয়, কোন লোকের চরিত্র ও তার আত্মিক জীবনের উন্নতি জানার জন্য। তাই এই ধরণের জীবনীগুলোকে চরিত্রে, সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করে সাজান হয়। সেই লোকের এমন কোন সিদ্ধান্ত বা মতামত, যা তার চরিত্রের কোন কোন দিক দেখায়, সেগুলিকে ভিত্তি করে প্রধান বিষয়গুলি ঠিক করা চলে। কোন ব্যক্তিগত বা পারিপার্শ্বিক প্রভাব যা, এই সিদ্ধান্ত বা মতামতগুলির উপর ছাপ ফেলে, সেগুলিকে উপ-প্রধান বিষয় রূপে নেওয়া যেতে পারে। তার প্রধান ব্যক্তিগত গুণাবলী, তার

প্রধান কৃতিত্বগুলি, তার ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, এবং অন্য লোকদের সাথে তার সম্পর্ক থেকে যে ইংগিত পাওয়া যায়, সেগুলি খসড়ার অন্যান্য বিষয় হতে পারে।

১০। চরিত্র অধ্যয়নে প্রধানত ঃ—

…ক) কোন লোকের জীবনের প্রধান ধাপগুলি অলোচিত হয়।

…খ) কোন লোকের নৈতিক গুণগুলি আলোচিত হয়।

…গ) কোন লোকের জন্ম ও প্রথম জীবনের শিক্ষা আলোচিত হয়।

কোন একজন লোকের জীবনী পড়বার সময় আপনার যদি মনে হয়, যে, যুক্তি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য তবে, প্রথমে আপনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে চেষ্টা করবেন "লেখক পাঠককে কোন্ সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন?" "তিনি কি প্রকার প্রমানের চেষ্টা করছেন?" তারপর আপনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন "বিষয়গুলি কি যুক্তি ব্যাখ্যা করবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? যুক্তিটিকে শক্তিশালী করবার জন্য কি ঐগুলি ব্যবহার করা হয়েছে? যুক্তিটিকে প্রমান করবার জন্য কি ঐগুলি ব্যবহার করা হয়েছে?" সবশেষে কাহিনীর ঘটনা পর্য্যায় (যেভাবে পর পর বলা হয়েছে), তার নৈতিক দিক এবং লোকটির চরিত্র, কোন ভাবে যুক্তিটিকে জোড়ালো বা শক্তিশালী করে কিনা দেখুন।

১১। প্রেরিত ২২ অধ্যায় পড়ুন। এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তার জীবন কাহিনী দিয়ে নিজের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এইটি পড়া শেষ হলে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন (উত্তর আপনার খাতায় লিখুন)।

...ক) এখানে লেখক সাধু লুক, পাঠককে কোন্ সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন? প্রেরিত পৌল যে জন্য বক্তৃতা করেছিলেন এটি কি তা থেকে ভিন্ন?

...খ) এই ঘটনায় পৌল কোন্ লোকদের বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছেন?

...গ) প্রেরিত পৌল তার জীবনীর মধ্য দিয়ে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি কি যুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করবার, বা সেটিকে জোরালো অথবা প্রমান করবার, জন্য ব্যবহৃত হয়েছে?

...ঘ) ঘটনাগুলি যেভাবে পর পর বলা হয়েছে, যুক্তির সাথে কি তার কোন যোগ আছে?

...ঙ) যুক্তিটির সাথে কাহিনীর নৈতিক দিকের কোন যোগ আছে কি?

...চ) যুক্তিটির সাথে পৌলের চরিত্রের কোন যোগ আছে কি?

আমোষের জীবনী মূলক অধ্যয়ন ঃ

লক্ষ্য-৪ ঃ আমোষের জীবন সম্পর্কে একটি বই ভিত্তিক খসড়া তৈরী করা।

এই অংশে জীবনীমূলক অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এখানে আপনি আমোষ বইটির জন্য যে খসড়া তৈরী করবেন, তা কিন্তু, "বিভিন্ন প্রকার জীবনীর" অংশে যে নমুনা খসড়াটি দেওয়া আছে, তা থেকে ভিন্ন ধরণের হবে। এইটি হবে বই ভিত্তিক খসড়া। এতে প্রত্যেকটির জন্য বাইবেলের পদ দেওয়া হবে। তবে ধাপগুলি যে কোন জীবনীমূলক অধ্যয়নের মত একই।

১ নং ধাপ ঃ আমোষ বইটি পড়ুন এবং প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করুন। কি কি খবর সংগহ করা যেতে পারে, তা "জীবনী মূলক পাঠের উপায়" অংশে আলোচিত হয়েছে। খবরগুলির সাথে, প্রতিটি খবর, কোন পদে আছে তাও লিখে রাখুন।

২ নং ধাপ ঃ আমোষের বইটি মূলত ঃ একটা ভাববাণীর বই। তাই ১ নং ধাপের খবরগুলির সাহায্য নিয়ে, খুঁজে পেতে চেষ্টা করুন, আমোষ তার বইয়ে জীবনীমূলক খবরগুলি দিয়েছেন কেন।

১২। আপনার খাতায় লিখুন-উদ্দেশ্য। তারপর, আপনার মতে, আমোষ কেন তার জীবনের কিছু বিষয় এই বইয়ে দিয়েছেন তা লিখুন।

৩ নং ধাপ ঃ আপনার বই ভিত্তিক খসড়াটি সাজিয়ে লিখুন। নীচের ছবির মত আপনার খাতার একটা পৃষ্ঠা চারভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগের উপরে সেই ভাগের (কলামের) নাম লিখুন, (ছবি দেখুন)।

নীচের প্রশ্নগুলি নিয়ে কাজ করবার সময় আপনার খাতার উপযুক্ত স্থানে উত্তরগুলি লিখুন।

১৩। আপনার বই ভিত্তিক খসড়ার 'বাইবেলের পদ' কলামে লিখুন আমোষ ১ ঃ ১ পদ। তারপর 'খবর' কলামে এই পদ থেকে ছয়টি খবর লিখুন।

১৪। ১ ঃ ১ পদের খবরগুলি থেকে আপনার মনে যে যে প্রশ্ন জাগে (যেগুলির উত্তর ঐ পদে নাই, আর যেগুলির বিষয় আপনি আরো জানতে চান) সেগুলি খসড়ার 'প্রশ্ন' কলামে লিখুন।

প্রশ্নগুলির উত্তর পাবার জন্য যে কোন রকম সাহায্য নিন। কোন কোন উত্তর পেতে হয়তো এক সপ্তা লেগে যাবে। আর আপনি যদি দরকারী বইপত্র, মানচিত্র ইত্যাদি না পান তবে, কোন কোন উত্তর পেতে আপনার বছর কেটে যাবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আপনি কোন প্রশ্নই তুলবেন না। আপনি যদি বাইবেলের খুব ভাল ছাত্র হতে চান তবে, আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শিখতে হবে। উত্তর পাবার জন্য প্রয়োজনীয় বই পত্র ইত্যাদি না পেলে আপনি হতাশ হতে পারেন, কিন্তু কোন একদিন আপনি হয়তো এগুলি পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে বড় পণ্ডিতও এখন পর্য্যন্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর পাননি। উত্তর যদি এখন নাও পান, তবুও প্রশ্নগুলি লিখে রাখুন।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি পাঠ্য বইতেই পাবেন। আপনার খাতার উত্তর কলামে এই প্রশ্ন গুলির উত্তর লিখুন। তারপর আমাদের দেওয়া উত্তরগুলির সাথে আপনার উত্তর মিলান।

আমোষের জীবনীমূলক খসড়া

বাইবেলের পদ	খবর	প্রশ্ন	উত্তর

১৫। বাইবেলের পদ কলামে লিখুন-আমোষ ৩ ঃ ৮ পদ।

...ক) আমোষ ৩ ঃ ৮ পদে কি খবর পান, তা খবর কলামে লিখুন।

...খ) যোয়েল ৩ ঃ ১৬ পদ, এবং আমোষ ১ ঃ ২ পদ পড়ুন। তারপর খাতার প্রশ্ন কলামে লিখুন ঃ যোয়েল এবং আমোষের মতে, ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বললে পর প্রকৃতি জগতের উপর তার ফল কি হয়? এখন আপনার খাতার উত্তর কলামে লিখুন। তারপর আমাদের দেওয়া উত্তরের সাথে ঐটি মিলিয়ে দেখুন।

১৬। বাইবেলের পদ কলামে লিখুন ঃ আমোষ ৫ ঃ ১ পদ।

...ক) আমোষ ৫ ঃ ১ পদে কি খবর কলামে লিখুন।

...খ) আমোষ ৫ ঃ ১ পদে যে খবরটি পেয়েছেন, সেটির বিষয়ে প্রশ্ন কলামে এই প্রশ্নটি লিখুন ঃ কেন? এখন ৫ ঃ ৩ পদ পড়ে উত্তর কলামে আপনার উত্তরটি লিখুন।

১৭। আমোষ ৭ঃ১, ৪, ৭, পদ এবং ৮ঃ১ পদে কোন একটা বিষয় চারবার বলা হয়েছে, যা থেকে আমরা এই ভাববাদীর (নবীর) সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত খবর পাই। খবর কলামে এই খবরটি লিখুন।

১৮। বাইবেলের পদ কলামে লিখুনঃ আমোষ ৭ঃ১০ পদ। এই পদে কি খবর পান তা খবর কলামে লিখুন।

১৯। আমোষ ৭ঃ১৪ পদ ভালকরে পড়ুন। এই পদটি থেকে তিনটি খবর আপনার নোট খাতার খবর কলামে লিখুন।

আমোষ ৭ঃ১৪ পদে কি ধরণের জীবনীমূলক খবর আছে? সাধারণ বর্ণণা, বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা, চারিত্রিক ব্যাখ্যা, অথবা যুক্তি মূলক অধ্যয়ন? এটাকে প্রধানতঃ যুক্তি মূলক অধ্যয়ন বলেই মনে হয়।

২০। আমোষ ৭ঃ১৪ পদের যে খবরগুলি খবর কলামে লিখেছেন, সেগুলির পাশে, প্রশ্ন কলামে লিখুনঃ এই যুক্তির দ্বারা আমোষ কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন? উত্তর কলামে আপনার উত্তর লিখুন।

পরীক্ষা-৮

প্রতিটি প্রশ্নের সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নীচের কোন কথাটি বাইবেলের লোকদের সঠিক বর্ণণা দেয়?

…ক) তারা আসলে কোন দিনই এই পৃথিবীতে ছিলেন না।

…খ) তারা এখন আর জীবিত নন।

…গ) তারা আজও জীবিত।

২। বাইবেলে প্রধানতঃ যে কয় ধরণের জীবনী আছে, নীচের কোন বিষয়টি তাদের মধ্যে পড়ে না?

…ক) খবর সংগ্রহ।

…খ) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।

…গ) যুক্তিমূলক অধ্যয়ন।

…ঘ) সাধারণ বর্ণণা।

৩। বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যার প্রধান বিষয় হোল—

…ক) একটা জিনিষ প্রমান করা।

…খ) একটা শিক্ষা দেওয়া।

…গ) চরিত্র শিক্ষা দেওয়া।

৪। জীবনীমূলক অধ্যয়নে আপনি পড়া আরম্ভ করবার সাথে সাথে—

…ক) খবরগুলিও সাজাতে আরম্ভ করেন।

…খ) খবর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন।

…গ) বই ভিত্তিক খসড়া তৈরী করতে আরম্ভ করেন।

৫। কোন একটা জীবনীমূলক অধ্যয়নে তথ্য বা খবরগুলি নিয়ে আপনি যেভাবে পর পর কাজগুলি করবেন, সেগুলি হোল—

…ক) খবর সংগ্রহ, খবরগুলিকে সাজানো, খবরগুলির অর্থ জানা।

…খ) খবরগুলিকে সাজানো, খবরগুলির অর্থ জানা, খবর সংগ্রহ।

…গ) খবরগুলির অর্থ জানা, খবর সংগ্রহ, খবরগুলিকে সাজানো।

…ঘ) খবর সংগ্রহ, খবরগুলির অর্থ জানা, খবরগুলিকে সাজানো।

৬। এই পাঠে আমোষের বইটি অধ্যয়নে যে বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে—

…ক) জীবনীমূলক অধ্যয়নের প্রয়োগ বা ব্যবহার।

…খ) জীবনীমূলক অধ্যয়নের পরিচয়।

…গ) বিভিন্ন ধরণের জীবনী।

…ঘ) জীবনীমূলক অধ্যয়নের ধাপগুলি।

৭। আপনি আমোষের বইটির যে খসড়া তৈরী করতে শুরু করেছিলেন, সেটিকে বলা হয়-

…ক) বই ভিত্তিক খসড়া।

…খ) ঘটনা ভিত্তিক খসড়া।

…গ) বচন ভিত্তিক খসড়া।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১০। খ) কোন লোকের নৈতিক গুণগুলি আলোচিত হয়।

১। খ) অব্রাহামের সম্বন্ধে যীশু বলেছেন যে এখনও তিনি জীবিত আছেন।

১১। ক) পৌলের বক্তৃতা এবং লূকের বিবরণের একই উদ্দেশ্য, তা হোল, পৌলের জীবন ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখানো যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই যিহুদী ধর্ম পূর্ণ হয়েছে।

খ) যিহুদীদের, "ভাইয়েরা ও পিতারা" (১ পদ)।

গ) পৌলের ব্যাপারে তিনটি ক্ষেত্রেই হ্যাঁ বলা চলে। তিনি জন্ম সূত্রে একজন যিহুদী এবং যিহুদী শিক্ষায় সুশিক্ষা পেয়েছেন, ইত্যাদি ব্যাখ্যা করবার জন্য পৌল তার জীবনের খবরগুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি যে বিষয়ে কথা বলেছেন, তা তিনি ভাল করে জানেন-এইটি প্রমান করবার জন্য তিনি তার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ব্যবহার করেছেন।

ঘ) হ্যাঁ। একজন ভক্ত যিহুদী হিসাবে তার প্রথম জীবনের জন্য পৌলকে পরে নানাভাবে ভুগতে হয়েছিল।

ঙ) হ্যাঁ। কাহিনীর নৈতিক দিকটি দেখিয়ে দেয় যে, নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ভুল ধারণা বশতঃ পৌল স্তিফানকে পাথর মারার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, এবং খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যাচার করেছিলেন।

চ) হ্যাঁ। পৌল আশা করেছেন যে একজন উচ্চ শিক্ষিত, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন যিহুদী হিসাবে, তার যে সুখ্যাতি আছে, তা তাকে জয়লাভ করতে সাহায্য করবে।

২। গ) ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে অন্যসব কিছুর চেয়ে বিশ্বাসের উপরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১২। আমোষের বইয়ে তার জীবনের খবর দেবার একটি উদ্দেশ্য এই হতে পারে ঃ- হয়তো আমোষ একজন ভাববাদী হিসাবে তার সাধুতা ও বিশ্বস্ততা দেখাতে চেয়েছেন। তার আগের

জীবন সম্বন্ধে এবং কিভাবে তিনি ভাববাদী হলেন তা বলার দ্বারা, আমোষ জানিয়েছেন যে তিনি একজন নবীর বা ভাববাদীর কাজ পাবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নি (৭ ঃ ১৫ পদ)। ঈশ্বরই আমোষকে ভাববাণী বলবার আদেশ দিয়েছিলেন, আর এ থেকে বুঝা যায় যে, তার ভাববাণী সত্য।

৩। খ) লেখকরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি লিখেছেন।

১৩। (১) আমোষ একজন গোপালক ছিলেন।

(২) আমোষ তকোয় নামক গ্রামের লোক ছিলেন।

(৩) ঈশ্বর আমোষকে দর্শন দিয়েছিলেন।

(৪) এই দর্শন ছিল ইস্রায়েলদের সম্বন্ধে।

(৫) একটি ভূমিকম্পের দুই বছর আগে আমোষ এই দর্শন পান।

(৬) তখন উষিয় যিহূদার রাজা ও যারবিয়াম ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন।

৪। ক)—২) সাধারণ বর্ণণা।

খ)—৪) বর্ণণাগুলির ব্যাখ্যা।

গ)—১) চারিত্রিক ব্যাখ্যা।

ঘ)—৩) যুক্তিমূলক অধ্যয়ন।

১৪। আরো পড়াশুনার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন ঃ (১) তকোয় কোথায় অবস্থিত? (২) এই দুইজন রাজা কখন রাজত্ব করেছিলেন? (৩) এই ভূমিকম্প কখন হয়েছিল? এর কথা কি অন্য কোথায় আছে।

৫। ক) স।

খ) মি।

গ) স।

ঘ) মি।

ঙ) স।

১৫। ক) সদাপ্রভু মানুষের কাছে কথা বলেন (এটাই একমাত্র ঠিক উত্তর নয়)।

খ) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হয়, মেষপালকদের চরাণী স্থান সকল শোকান্বিত হয় (বা শুকিয়ে যায়)। কর্মিলের চূড়া শুকিয়ে যায় (এখানে ঘাস শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে)।

৬। ক) তার জীবনের সাথে জড়িত সমস্ত বিষয় লিখতে হবে।

১৬। ক) সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য বিলাপ করেন।

খ) কারণ ইস্রায়েলের প্রায় সমস্ত সৈন্যরাই যুদ্ধে মারা যাচ্ছে।

৭। ভালকরে পড়া।

১৭। আমোষ ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি দর্শন পান।

৮। ১। জন্ম ও বাল্যকাল।

২। দীক্ষা গ্রহণ ও সেবা।

৩। অন্যদের সাথে সম্পর্ক।

৪। চরিত্রের মূল্যায়ন।

৫। শেষ জীবন ও মৃত্যু।

৬। লেখকের উদ্দেশ্য।

১৮। বৈথেলের যাজক অমৎসিয় রাজার কাছে নালিশ করে যে, আমোষ তার (রাজার) বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন।

২০। তিনি প্রমান করতে চাচ্ছেন যে, ভাববাণী বলা তার পেশা বা চাকরী নয়, তিনি টাকার জন্য ভাববাণী বলেন না। ঈশ্বর আদেশ করেছেন বলেই তিনি তা করেন।

১৯। ১) আমোষ নিজে ভাববাদী ছিলেন না। (এর মানে তিনি পেশাদার ভাববাদী ছিলেন না। তখনকার দিনে অনেক পেশাদার ভাববাদী ছিল, যারা নিয়মিত বেতন পেত এবং বেতনের জন্যই তারা ঐ কাজ করতো)।

২) তিনি গোপালক ছিলেন।

৩) তিনি ডুমুর ফল সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করতেন।

৯। ক) সেই লোকের জীবন কালের প্রধান প্রধান সময় অনুযায়ী সাজানো হয়।